পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেশপ বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০ ০০১

নং- ৪৭০৮-আর.ডি./পি.এ.সি(আই.এ.ওয়াই)/১৭এস-৪/০৬(অংশ-১) **তারিখ: ২১শে জুলাই, ২০০৯**

নির্দেশনামা

ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা সম্পর্কিত তথ্যভান্ডার তৈরী করার জন্য "ইন্দিরা আবাস যোজনা ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম" চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উপভোক্তা পরিবারগুলির বাসস্থানের এলাকা, ব্যাক্তিগত তথ্য, বাসস্থানের বর্ণনা, তহবিল মঞ্জুরী, কার্যসম্পাদন ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি নমুনা ফরম্যাট তৈরী করে সমস্ত জেলায় পাঠানো হয়েছে। এই ফরম্যাটে ইন্দিরা আবাস যোজনায় (১) ২০০৮-২০০৯ আর্থিক বছরে মঞ্জুরীকৃত বাড়িগুলির এবং (২) ০১-০৪-২০০৯ পর্যন্ত সমস্ত অসম্পূর্ণ বাড়িগুলির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পূরণের জন্য জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উক্ত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম-এর কাজের জন্য রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ নির্ধারিত ফরম্যাটে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অনুসরণ করতে স্থির করেছে।

(১) স্বনির্ভর গোষ্ঠী সম্পর্কিত কাজকর্মের তদারকির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্টীগুলির দুইজন রির্সোস পার্সন আছেন। ইন্দিরা আবাস যোজনার অগ্রগতির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিজ নিজ এলাকায় এই যোজনার প্রত্যেক উপভোক্তার বাড়ি গিয়ে ২০০৮-২০০৯ আর্থিক বছরে মঞ্জুরীকৃত বাড়িগুলির এবং ০১-০৪-২০০৯ পর্যন্ত সমস্ত অসম্পূর্ণ বাড়িগুলির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন এই রির্সোস পার্সনগণ।

(২) প্রত্যেক রির্সোস পার্সন তথ্য সংগ্রহের এই কাজে পরিবার পিছু মোট ২০.০০ টাকা (১০ টাকা + ১০ টাকা) পাবেন। তথ্য সংগ্রহের এই কাজটি সম্পাদিত হবে দুটি দফায়। প্রথম দফার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ইন্দিরা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির তহবিল দেওয়ার পরে এবং দ্বিতীয় দফার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে বাসগৃহগুলির নির্মাণ কাজের শেষে। প্রথম দফায় রির্সোস পার্সনগণ ইন্দিরা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির তহবিল বিতরণের পরে নির্মাণকার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং দ্বিতীয় দফায় নির্মাণকার্যের শেষে উক্ত নির্ধারিত ফরম্যাটে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলী জমা দেবেন সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে কাজের অগ্রগতি-সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়ার পরে পঞ্চায়েত সমিতি সরাসরি অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে তাঁদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে।

(৩) দ্বাদশ অর্থ কমিশনের তথ্য-ভান্ডার পরিচালনার জন্য নির্ধারিত তহবিল থেকে এই কাজের তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহ করা হবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য স্তরে এই তহবিল মোট তহবিল থেকে আলাদা করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট জিলা পরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং দার্জিলিঙ গোর্খা হিল কাউন্সিলে বণ্টন করা হবে। সেই তহবিল থেকে জিলা পরিষদগুলি / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং দার্জিলিঙ গোর্খা হিল কাউন্সিল ইন্দিরা আবাস যোজনায় উক্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য মোট বাড়িগুলির সংখ্যা অনুসারে রির্সোস পার্সনদের পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে প্রয়োজনীয় তহবিল বণ্টন করবে। রির্সোস পার্সনদের কাছ থেকে ব্লক স্তরে এই সমীক্ষা-প্রতিবেদন গৃহীত হবে এবং ব্লক স্তরে সেই প্রতিবেদনের যাথার্থ পরীক্ষা করার পরে তা ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জিলা পরিষদগুলিতে / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে এবং দার্জিলিঙ গোর্খা হিল কাউন্সিলে পাঠাতে হবে। এই কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে এবং শেষ করতে হবে এক মাসের মধ্যে।

(৪) তথ্য সংগ্রহের এই কাজ করতে হবে ইন্দিরা অবাস যোজনায় যেসব ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তহবিল দেওয়া হয়েছে এবং একইভাবে এই কাজ করতে হবে আগামী বছরগুলিতেও যেসব ক্ষেত্রে এই যোজনায় তহবিল দেওয়া হবে।

এই আদেশনামায় উপরোক্ত নির্দেশগুলি অবিলম্বে পালন করতে হবে।

স্বা:- মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব

নং- ৪৭০৮(৫৭)আর.ডি./পি.এ.সি(আই.এ.ওয়াই)/১৭এস-৪/০৬(অংশ-১) **তারিখ: ২১শে জুলাই, ২০০৯**

অবগতির জন্য প্রতিলিপি পাঠানো হচ্ছে-

(১) সভাধিপতি, ... জিলা/মহকুমা পরিষদ (সমস্ত)

(২) প্রধান সচিব, দার্জিলিঙ গোর্খা হিল কাউন্সিল৷

(৩) জেলা শাসক ও নির্বাহী আধিকারিক, ... জিলা পরিষদ (সমস্ত)

(৪) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জিলা পরিষদ(সমস্ত)/মহকুমা পরিষদ৷

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)
প্রধান সচিব